পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি

ফতোয়া

শহীদকে গোসল প্রদান এবং তার কাফন- বস্ত্রে পতাকার আবরণ প্রসঙ্গে

আনসারুল্লাহ বাংলা টিম কতৃক অনূদিত

প্রশ্ন#৩২

উত্তর প্রদানে মিনবার আল তাওহিদ ওয়াল জিহাদের শরীআহ কমিটি

প্রশ্নঃ

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু,

পরম করুণাময় এবং অসীম দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি,

লক্ষ করা যাচ্ছে যে, অধিকৃত ফিলিস্তীনে ইহুদীদের আকাশপথে হামলা, মুখোমুখি অপারেশান বা ইহুদীদের উপর দুর্ধর্ষ আক্রমণ করতে গিয়ে যে সকল মুসলমান শহীদ হচ্ছেন, তাদের লাশ নিয়ে জানাযার নামায পড়া হচ্ছে। পাশাপাশি গোসল ও কাফন- বস্ত্র- ও পরানো হচ্ছে। কাজটি কতটুকু শরীয়তসম্মত? শহীদের লাশ গোসল না দেয়া এবং শহীদকে কাফনের কাপড় পরিধান না করানোর ব্যাপারে কি সকল উলামায়ে কেরাম একমত?

অনেক সময় দেখা যাচ্ছে, শহীদের লাশকে তারা দলীয় পতাকা দ্বারা আবৃত্ত করছে। তাওহীদের পতাকা, কালেমা- লিখিত পতাকা, নির্দিষ্ট সংগঠনের পতাকা..ইত্যাদি দিয়ে। ইসলামী বিধান- শাস্ত্রে এর বৈধতা কতটুকু?

আল্লাহ আপনাদেরকে শুভপরিণাম দান করুন..!!

আবুল হাইছাম আছরী

উত্তরঃ ভাই, আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন (আল্লাহ আপনাকে সুখী করুন)

কোন মুসলমান রণাঙ্গনে শহীদ হলে তার ব্যাপারে ইবনে কুদামা রহ. নিম্নোক্ত মাছালা বর্ণনা করেছেনঃ

“শহীদকে গোসল দেয়া হবে না। এটাই অধিকাংশ উলামাদের মত। এ ক্ষেত্রে হাছান এবং সাঈদ বিন মুছাইয়িব রহ. ছাড়া কারো কোন দ্বিমত নেই। সাহাবায়ে কেরাম ও নববী আদর্শ অনুসরণে এটাই সর্বোত্তম সিদ্ধান্ত। তবে শহীদ যদি (স্ত্রীর সাথে মেলামেশা বা স্বপ্নদূষ জনিত কারণে) অপবিত্র থাকে, তাহলে ইমাম আবু হানিফা ও আহমদ রহ.- এর মতে তাকে গোসল দেয়া লাগবে। ইমাম মালিক রহ.- এর মতে লাগবে না। আর শাফেয়ী রহ. থেকে উভয়াভিমত বর্ণিত রয়েছে।

শহীদের জানাযা পড়তে হবে না। এটা বিশুদ্ধতম অভিমত। ইমাম মালিক, শাফেয়ী এবং ইছহাক রহ. এই মতটি প্রাধান্য দিয়েছেন। ইমাম আহমদ রহ. থেকে এক বর্ণনায়- শহীদের জানাযা পড়তে হবে- প্রমাণ পাওয়া যায়। ইমাম ছাওরী এবং আবু হানিফা রহ.এর মত- ও তা।"

ইবনে কুদামা পরবর্তীতে নিশ্চিত করেছেন যে, ইমাম আহমদ রহ.থেকে বর্ণিত বিধানটি পছন্দসই- য়ের, আবশ্যকীয়তা- র নয়।

শহীদকে গোসল না দেয়া এবং জানাযা না পড়ার দলিল স্বতঃসিদ্ধ (বুখারী- মুসলিমে বর্ণিত)। জাবের রা.এর বর্ণনায়-

يصل عليهم النبي صلى الله عليه و سلم أمر بدفن شهداء أحد في دمائهم ولم يغسلهم ولم أن

"নবী করীম সা. উহুদ- শহীদদেরকে রক্তমাখা শরীরে কবর দিতে বলেছেন। তাদেরকে ধৌত করেননি, জানাযা- ও পড়েননি"।

তবে শহীদকে যদি রণ- প্রান্তর থেকে আঘাতপ্রাপ্ত অবস্থায় নিয়ে আসা হয় এবং এই আঘাতের ফলে- ই রণাঙ্গনে তার মৃত্যু হয়, তবে তাকে গোসল দিতে হবে এবং জানাযা- ও পড়তে হবে। এটাই বিশুদ্ধতম অভিমত। কারণ, সাদ বিন মুয়ায রা.- এর শাহাদাতের পর নবীজী তাই করেছিলেন। খন্দক যুদ্ধের সময় কাফেরের তীরের আঘাতে তিনি আহত হন। মসজিদে নিয়ে আসা হলে সেখানে কয়েকদিন তিনি জীবিত থাকেন। পরে বনী কুরায়যার দিকে যুদ্ধের আদেশকালে ক্ষতস্থান ফুলে গিয়ে তার মৃত্যু হয়।

তবে কয়দিন বেঁচে থাকলে তার উপর এ বিধান আরোপিত হবে- তা খাদ্য বা দীর্ঘ বিরতির দ্বারা ঠিক করে নিতে হবে। কারণ, খাদ্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জীবন ধারণের লক্ষে- ই আহার করা হয়। হিসাবটি সাহাবাদের বিভিন্ন আমল দ্বারা প্রমাণিত।

শহীদের কাফনঃ পরনের বস্ত্রকেই কাফন ধরা হবে। মতটির বৈধতায় কারো কোন দ্বিমত নেই। তবে আংশিক বস্ত্র পরিবর্তন করা যাবে, বিশেষতঃ যদি তার গায়ে লৌহ, চামড়া বা শক্ত কোন যুদ্ধ- পোশাক থাকে, সরিয়ে ফেলতে হবে। অবশিষ্ট সাধারণ কাপড়কেই কাফন ধরে তার দাফন সম্পন্ন করতে হবে। সম্প্রতি শহীদদের লাশকে দলীয় পতাকায় আবৃত্ত করা হচ্ছে, এটা একগুঁয়েমি (আল্লাহই ভাল জানেন)। কারণ, সে যদি আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা বা আল্লাহর কালেমা উঁচু করতে গিয়ে শহীদ হয়ে থাকে, তাহলে সে তো নির্দিষ্ট কোন দলের জন্য যুদ্ধ করেনি, তাহলে কেন নির্দিষ্ট কোন দলের তকমা পরিয়ে তাকে কবরে শুয়াতে হবে..!? অবশ্যই তা স্বদলপ্রীতি ও গোঁড়ামি ছাড়া কিছু নয়!!

আল্লাহ সবাইকে সত্যের দিকে হেদায়েত করুন..!!

উত্তর প্রদান

শেখ আবু উছামা শামী

সদস্য, শরীয়া বোর্ড